খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯, ফোন ঃ 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি : দীপাঞ্জন বসু '৬৪
সাধারণ সম্পাদক : রজত ঘোষ '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক : সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438IRegd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

● Vol 04 ● Issue 10 ● 15 October 2015 ● Price Rs. 2.00 ●

সম্পাদকীয়

একথা সবাই নিশ্চয় মানবেন যে, আশ্বিন এলে নীল আকাশের বুকে সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘের সারি বর্তমান জীবনের নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মনটা অনেকটাই ভালো করে দেয়। একটা সময় দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে এত প্রবল প্রতিযোগিতা ছিল না। মানুষ খুব অল্পে সন্তুষ্ট ছিল।

সচ্ছল পরিবারের শিশুরাও গড়পড়তা জামাকাপড় আর বাটা'র নটি বয় স্যু পেয়ে খুশি থাকত।

তারা যে জিনিসটা চাইত সেটা হল রঙ-চঙে পুজোবার্ষিকী। তাতে বাংলার সেরা সাহিত্যিকরা ছোটদের জন্য সুন্দর ও শিক্ষামূলক লেখা লিখতেন, কার্টুনিস্ট ও শিল্পীরা অসাধারণ সব ছবি আঁকতেন। বড়োদের পুজোবার্ষিকীগুলিতেও প্রকাশিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের সব স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। এখন আর শারদ সাহিত্য ঘিরে সে উন্মাদনা নেই, তবু এই শহরের মানুষ ভালো থিয়েটার, চলচ্চিত্র ও সংগীতের একান্ত অনুরাগী।

আর এটাই এ শহরের বেঁচে থাকার বিশল্যকরণী। উৎসবের সময় সমাগত, দুর্গাপুজোর পরেই বিজয়া সম্মিলনী, বার্ষিক পিকনিক, পুনর্মিলন উৎসব। প্রাক্তনীরা দল বেঁধে এই সব উৎসবে যোগ দিন, মাথা খাটিয়ে উপায় বার করুন যে, কীভাবে অ্যাসোসিয়েশনকে মসৃণভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

পরিশেষে প্রার্থনা করি, আগামী বছরটি সকল প্রাক্তনীরা যেন সুস্থ ও নীরোগ শরীরমনে কাটাতে পারেন।

স্মৃতির টানে...

স্কুলের স্মৃতি, মানুষের ভালোলাগার স্মৃতি। শৈশবের নির্মল দিনগুলি বারংবার মথিত হতে থাকে মনের গহনে। জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের স্মৃতিও তেমন আমাদের কাছে উজ্জ্বল দলিল। বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিবিধ পর্যায়ে ধরা দেয়। এর প্রধান আকর ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক, বন্ধুত্বের দুর্লভ মুহূর্ত, শিশুসুলভ খুনসুটি, কোনো প্রতিবাদী মুহূর্তের অসহায়তা, পৌরুষে প্রথম আঘাত, বা কোনো বিশেষ ঘটনা যা জীবনকে এক অন্য খাতে প্রবাহিত করেছিল। আমাদের মনে এই টুকরো স্মৃতি কম নেই। তাই প্রাক্তনীরা আমরা সবাই মিলে সেগুলোকে মনের গহন থেকে বাইরে এনে সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলে কেমন হয়? না হলে হয়তো সেগুলো কোনোদিনই কেউ জানতে পারবে না। যা ভাগ করলে হয়তো যেত হৃদয় ভরে, তাকে গোপন করে কেনো মনকে পাথর করা। প্রাক্তনীরা, তোমরা তোমাদের স্কুল জীবনের টুকরো স্মৃতি অ্যালমনি-র মুখপত্র 'খেয়া'র জন্য পাঠাও। ১০০ শব্দের কাছাকাছি এই লেখা হাতের লেখায় বা টাইপে কম্পোজ করে ই-মেল (jbi.alumni.1914@gmail.com) করে বা এসে আমাদের দফতরে পৌঁছোলে তা ছাপা হবে।

একের অনুভব অনন্য অনুভূতির অপেক্ষায় রইলাম

সম্পাদক

বিজয়া সম্মিলন

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন আগামী ৩১ অক্টোবর ২০১৫, শনিবার, অ্যাসোসিয়েশনের কক্ষে বিজয়া সম্মিলনের আয়োজন করেছে।

প্রাক্তনীরা সবান্ধব এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে অনুষ্ঠানটিকে সফল করে তুলুন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রাক্তনীদের অংশগ্রহণে আন্তরিক ও আনন্দময় হয়ে উঠবে বলেই আমাদের ধারণা।

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত

ডাবলস নক-আউট ক্যারাম চ্যাম্পিয়নশিপ

আগামী ২ ডিসেম্বর ২০১৫ ডাবলস নক-আউট ক্যারাম চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। নাম নথিভুক্তকরণ হবে আগামী ১ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রবেশ মূল্য প্রাক্তন ছাত্রদের জন্য ২৫ টাকা, বর্তমান ছাত্রদের জন্য ১৫ টাকা।

প্রাক্তনীরা দলে দলে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিন।

যোগাযোগ চিরঞ্জিৎ দাস ৮০১৩৩৪৩৩৪০, কৌশিক পাল ৯৮৩০৫১২৮৮৬

'খেয়া'-র এই সংখ্যাটি কৌশিক পাল (১৯৯৬)র সৌজন্যে মুদ্রিত।

স্মৃতির বলয়ে বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক ঃ মনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও নৃপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

দিলীপকুমার সিংহ, ১৯৫৩

কেমন যেন হালফিল মনে পড়ল। দু'জন মাস্টার মশায়ের কথা। তথাকথিত উপরের শ্রেণিতে তাঁদের মেলেনি; অর্থাৎ বলতে গেলে চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি, তাঁরা পড়িয়েছেন, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শ্রেণিতে। প্রাতঃবিভাগ হওয়ার পূর্বেই প্রাক্-১৯৪৯-এ। একজনের কথা মনে পড়ে গেল। বিশেষ করে, এখনকার টিভিতে দেখানো ডিটেকটিভের জালমোহন গাঙ্গুলীর ভূমিকায় যিনি আছেন তাঁকে দেখে। হাবভাব মোটেই এক নয়। তবে একটু দীর্ঘকায় করে দিলেই, হাতে বোতামওয়ালা সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরা, ধবধবে ফর্সা, কালো ব্যাকব্রাশ করা কেশগুচ্ছ, পায়ে সেকালের কাবলি জুতোয় দেখা দিতেন শিক্ষক মনমোহন চট্টোপাধ্যায়। পরে পিতৃদেবের সঙ্গে যে ঢঙে কথাবার্তা বলছেন। একেবারে বিপরীত অর্থাৎ অনেক খোলাখুলিভাবে পেয়েছি শ্রেণিকক্ষে। তখনই মনে হত ওঁর কাছে দেবার রসদ অনেক। আকর্ষণীয় তো ছিলেনই। জীবনশৈলীও অন্য ধাঁচের। থাকতেন এখনকার লেকের সন্নিকটে। একতলা ছোটখাটো অথচ কৌলিন্যসম্পন্ন বাড়িতে। একটা পিয়ানোও ঘরে দেখেছিলাম। সেও পিতৃদেবের সঙ্গে ওঁর বাড়িতে গিয়ে। কেন জানিনা, হঠাৎ স্কুল ছেড়ে দিয়ে এসে কোন সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে যোগদান করেছিলেন। দুঃখ পেয়েছিলাম। পরবর্তীকালে কাছাকাছি একটা বাড়িতে গিয়ে। ওঁর কথা একজন মহিলাকে জিজ্ঞেস করায়, উনি সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনেছিলেন। শুধু বলেছিলেন, 'আপনিও দেখেছেন'? স্যারের পাশের বাড়ি ছিল সদ্য অবলুপ্ত জরাজীর্ণ এককালের বড়দালান বাড়িটা। শোনা যেত, সন্ধ্যার পর সেখান থেকে এক মহিলার আর্তনাদ। অনেক গালগল্প তৈরি হত। কিছুদিন উদ্বাস্তুদের বাসস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরে নাকি কিছু দোকানদারও ছিল। রাস্তায় দোকান দিত যারা। যা হোক, এখন তো রামকৃষ্ণ মিশনের চত্বরে বাসপোযোগী অবস্থায়।

আরেকজন হলেন নরেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্ত। দীর্ঘকায় ছিলেন না। তবে সেই ধুতি পাঞ্জাবি, সাধারণ জুতোপরা মাষ্টারমশায়। মধ্যশ্রেণিতে অর্থাৎ ষষ্ঠ/সপ্তম/অষ্টম শ্রেণিতে উনি প্রকৃতি ও বিজ্ঞান/স্বাস্থ্য পড়াতেন; মাঝে মাঝে জোগানসই দিতে ভূগোল ও গণিত। নিয়মমাফিক পড়ানো —টিপটপ। ক্লাসঘরে আসা ও ফেরত যাওয়া। স্যারের বাসস্থান আজ এক অবলুপ্ত জায়গায়। ফার্ন রোড থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাটের পাশাপাশি যে রাস্তাটি গোলপার্কে গেছে। যেখানে গজিয়ে উঠেছে বেশ কিছু বাড়ি এবং দোকান। বাড়ি নিয়ে যাওয়া আধুনিক খাবার-দাবারের দোকানসমূহ। ছিল কয়েকটি খাটাল। কাদা-গোবর জল পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়ত, ওঁর এক স্বল্পপরিসরের বাসগৃহ। মাষ্টারমশায়কে দেখেছি, স্বেচ্ছায় প্রাতঃবিভাগে কোন একটা পর্যায়ে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. টি. এবং সদ্যভুক্ত এম. এ. (শিক্ষা)তে পাঠ নেওয়া। এম.এ.(শিক্ষা)য় বেশ কৃতিত্ব অর্জনের ফলে সেকালের বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনে অধ্যাপনায় চলে গেলেন ১৯৬৭/১৯৬৮ সালে। মুম্বাই আই আই টি-তে আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখা হয়েছিল একবার। পদক্ষেপ নেবার পর গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ভাষা, শিক্ষা ও গবেষণা শাখার মানুষদের সঙ্গে। আমি ছিলাম গণিত শাখার সক্রিয় সদস্য। পরবর্তীকালে জগদ্বন্ধুর এক স্বল্পকালীন সময়ের মাস্টারমশায় শ্রীবিকাশ ভট্টাচার্য তখন বিনয় ভবনে পৌঁছে গেছেন কর্মসূত্রে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মশালাতেও দেখা হয়েছে। ভাবনাচিন্তার লেনদেন হয়েছে একরকম শিক্ষার্থী হিসেবে তো বটেই।

প্রাক্তনীর শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

২০১৫ সাল আমাদের, এক গুণী ও পরম পণ্ডিত প্রাক্তনী, ড. সুশীল রায়ের জন্মশতবর্ষ।

তিনি তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যে যথাযোগ্য সমাদর পাননি। তিনি বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের জয়েন্ট ডিরেক্টর ছিলেন। 'বিশ্বভারতী' পত্রিকাটিও তিনি এক সময় যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেছিলেন।

গল্প, কবিতা, রচনার পাশপাশি গবেষণা ধর্মী কাজেও তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'-এর ওপর গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। 'অনল আয়সী' তাঁর সতীদাহ প্রথার ওপর লেখা একটি জনপ্রিয় উপন্যাস।

আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর আত্মিক যোগ ছিল। তিনি 'চলন্তিকা' অভিধানের একটি সংস্করণ সম্পাদনা করেছিলেন।

তাঁর শতবর্ষের এই পুণ্যলগ্নে প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি।

পরবর্তী সংখ্যা থেকে স্বপন রায়চৌধুরীর ক্রীড়া বিষয়ক ধারাবাহিক লেখা প্রকাশিত হবে।

খেয়া'র জন্য স্পষ্টাক্ষরে লিখে অথবা কম্পিউটারে টাইপ করে লেখা পাঠান।

সুধী,
জগদ্বান্ধব,

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন আমাদের সকলেরই সকালের আলো, যা আমাদের বিকশিত হতে সহায়তা করেছে। জগৎ সংসারে সুদৃঢ় করেছে এই বিদ্যায়তন। সেই স্মৃতির সরণী বেয়েই প্রাতঃবিভাগে অনুজ ভাইরা প্রধানত যারা আপাত অসচ্ছল তারা শিক্ষার আলো পেয়ে প্রকৃত জগৎ -বন্ধু হয়ে ওঠে —আমরা তারই প্রয়াসী।

আমাদের স্কুলের প্রাতঃ বিভাগটি সরকারি অবৈতনিক পরিকাঠামো ভুক্ত নয়। তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে মাথাপিছু বাৎসরিক খরচ ৬০০০ টাকা। এখন বহু ছাত্রই মানসিক দৃঢ়তায় অসচ্ছল পরিবার থেকেও অনেক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে স্কুলে আসে। প্রথম প্রতিবন্ধকতা হল আর্থিক অসচ্ছলতা। অপর পক্ষে আমরা প্রাক্তনীরা আজ যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ পেয়েছি তাঁদের কাছেই বিশেষ অনুরোধ আমাদের এই অনুজদের অন্তত আর্থিক অন্তরায়টুকু দূর করতে অ্যালমনিকে সহায়তা করুন।

মনে রাখবেন, আপনার অনুদানে আর একজন জগৎ-বন্ধু হয়ে উঠবে সমাজের সুনাগরিক।

২০১৫ সালের হিসেব অনুসারে বার্ষিক স্কুলে দেয় টাকা, সারা বছরের বই-খাতা, স্কুলের পোশাক, (এককালীন) ৬০০০ টাকা প্রায়। আগামী ২০১৬ সালে ছাত্র পিছু অনুদান ৬০০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। সুতরাং আপনি এক বা একাধিক ছাত্রকে অনুদান দিতে পারেন। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে এই পরিমাণ টাকা।

JBI Alumni Association,
Bank : Allahabad Bank, Golpark Branch
A/c No. : 20789414709
IFSC Code : ALLA0210675
MICR Code No. : 700010026

অ্যাকাউন্টে জমা দিতে পারেন। অথবা এককালীন ৭২,০০০ টাকা অ্যালমনিতে fixed deposit রেখে তার interest-টা ওই ছাত্রের অনুদান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি আপনার প্রিয়জনের নামেও এই অনুদান দিতে পারেন। এবং এই অনুদান সংক্রান্ত সব তথ্যই অ্যালমনি মুখপত্র খেয়া পত্রিকায় এবং ওয়েবসাইট-এ সবার জ্ঞাতার্থে দেওয়া থাকবে।

সুতরাং একজন প্রাক্তনী হিসাবে আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি এই সিদ্ধান্ত নিন এবং আমাদের জানান, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রাক্ প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণির তিনটি বিভাগের প্রতিটি বিভাগে (৫×৩=১৫×৫=৭৫) অন্তত পাঁচ জন ছাত্র আপনার এই অনুদানের প্রত্যাশী। আর সিদ্ধান্ত একান্তই আপনার। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু জানতে চাইলে কোনও দ্বিধা না করেই ফোন করুন ৯৮৩০৫৭৯২৩০ অথবা ই-মেল (jbi.alumni.1914@gmail.com) করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে
রজত ঘোষ
সম্পাদক

কবিতা

কর্ণ

প্রতীপ মুখার্জী (১৯৮৫)

রথের চাকা আসে
যায়
সত্তা জুড়ে।
চলিত অর্থে
মহাভারত ছিঁড়ে খুঁড়ে একশা...
চেতনার নীলে
অগভীর লালসায়
হেঁকে মরে
হাজার যোজন ঘোরা
লাশ খোঁজা শেয়াল শকুন।
দ্যাখা তো হবে কোথাও
কর্ণ?

স্থায়ী আস্তানার পাশে
বাতাসে কুরুক্ষেত্র
আজও বয়!
অশনি স্তাবক
পাশে পাশে ঘোরে।
পর্দায় দ্যাখা দ্যায়,
জীবনেও...
পঞ্চভূত কাছাকাছি থাকে
বিছানায়,
বই এর তাকে
শরীরের নোনাজল জমে
অধরা নারীর উত্তাপে...
ধরা কি দেবে কর্ণ?
স্বেচ্ছাচারী স্রোতে?
ভেসে যদিও বা যাও
দ্যাখা তো হবে কোথাও
কর্ণ?

অগুনতি মানুষ আজও
আঙ্গুলের ইশারায়
উন্মাদ হয়
জানালার পাশে,
দরজায়
চারিধারে সন্ত্রাস
সুযোগের অপেক্ষায়...
টলমলে নিরাপত্তায়
নিরাপদ দূরত্ব
কোথাও কি নেই?
যুদ্ধ তো আজ
কাল পরশু, বহুদিন...
অরণ্যবাসী হব
প্রবৃত্তিগত বাসনায়,
হিংসায়...
যোগলব্ধ কবচ
যদিও বা পাই
জাহ্নবী তীরে...

দ্যাখা তো হবেই
কোথাও?
কর্ণ?

মহাকাব্যের আকর হতে

অঙ্কন মিত্র ২০০২

।। খাণ্ডব দহন ।।

গত সংখ্যার পর

ধৃতরাষ্ট্রর রাজনীতির না হয় একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। কিন্তু ওই সিঙ্গল স্টেটমেন্ট — 'তক্ষকরাজ তখন কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন'— এর কী অর্থ হয়?... প্রশ্ন ওঠে, কেন গিয়েছিলেন? কী করছিলেন সেখানে? মহাভারতে সব ঘটনারই যখন পূর্বপাঠ থাকে, ঘটনা-পরম্পরা থাকে, তাহলে এই ঘটনা কেন প্রক্ষিপ্ত?...

লক্ষ্য করার বিষয় হল, 'কুরুক্ষেত্র' পাঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্ত প্রদেশে আদিগন্ত বিস্তৃত ঊষর ভূমি মাত্র। তাই কুরু-পাণ্ডবের অন্তিম যুদ্ধের জন্য এমন একটা খোলা ব্যাটেল ফিল্ড সিলেক্ট করা হয়েছিল। ভৌগোলিক কারণ ছাড়াও কুরুক্ষেত্রকে সমরক্ষেত্রে পরিণত করার অপর একটি রাজনৈতিক কারণ মনে হয়, এই জমির "No-man's land" নেচার অর্থাৎ হস্তিনাপুর রাজ্য সীমানায় এই তেপান্তরের মাঠটির অংশীদার কেউ নয়। এটা একটা রাজ্যের সীমানা নির্দেশক করিডোর ভূমি বিশেষ। ঊষর জমি, চাষ হয় না — তাই এই জমি নিয়ে কুরু-পাণ্ডবের অংশীদারীত্বের বিবাদ ছিল না। তাই কুরু-পাণ্ডবের বিবাদের নিষ্পত্তির জন্যই কুরুক্ষেত্রকে রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছিল।

সেইদিক থেকে দেখতে গেলে কুরুক্ষেত্র আর খাণ্ডববন দুজনেই হস্তিনাপুরের সীমানায় অবস্থিত দুটি ব্রাত্য জমি। কিন্তু পার্থক্য হল, জঙ্গলের দখলদার থাকলেও মরুভূমির কোনো দখলদারিত্ব ছিল না। তাই খাণ্ডবের যুদ্ধ যেমনভাবে নির্বিচারে নিরপরাধদের বিনাবাধায় একরকম হত্যা করেছিল, সেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল নির্দিষ্ট সামরিক অভিযান; তার মৃত্যু বা হত্যাগুলি অনেক বেশী অভিপ্রেতই ছিল।

কিন্তু আমি প্রসঙ্গ থেকে সরে আসছি। কথা হল, যখন খাণ্ডব অরণ্যে তক্ষকরাজের স্ত্রী-পুত্র আগুনে জ্বলছে, তখন তক্ষকরাজ বারোদিন ধরে কুরুক্ষেত্রে কী করছেন?... যেখানে, খাণ্ডব পুড়ছে খবর পেয়ে, সুদূর স্বর্গ থেকে ইন্দ্র দলবল নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সেখানে হস্তিনাপুরের এতো কাছে কুরুক্ষেত্রে থেকেও তক্ষকরাজ কোনো খবর পেলেন না? এমন কী তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও ইন্দ্র নিজে খাণ্ডবে এলেন, তবু পন্নাগকে ডেকে আনলেন না? — এখানে এসেই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয়। তবে কী ইন্দ্র ও তক্ষকের এই বন্ধুত্ব নিছকই রাজনৈতিক?... যুদ্ধের ও দহনের পরিণতি আগেভাগে আঁচ করেই কী, ইন্দ্র পন্নগকে কুরুক্ষেত্র ধরে আগেই পালানোর পরামর্শ দেন?... এমনটা তো সাম্প্রতিক রাজনীতিতে বেশ প্রচলিত; গতবারের জেতা আসনেও এবার হাওয়া ঘুরছে বুঝলে ওই কেন্দ্রের প্রার্থীকে তার দল অন্যত্র সরিয়ে ক্যান্ডিডেট করার চেষ্টা করে। — এক্ষেত্রেও কী ইন্দ্র খাণ্ডবের আসন্ন ভবিষ্যৎ বুঝেই পশ্চিমের তক্ষশীলার দিকে আগেই সরিয়ে দিলেন তক্ষক-পতি কে?...

ইন্দ্র স্বর্গ শাসনকর্তা। তিনিও রাজনীতিটা ভালোই বোঝেন। তিনি যখন দেখলেন, ধৃতরাষ্ট্র সূক্ষ্ম রাজনীতি চেলে, তাঁর মানস-পুত্র অর্জ্জুনের সঙ্গে তক্ষকের বকলমে তাঁরই কনফ্লিক্ট বাঁধিয়ে দিয়েছেন সরাসরি, তখন তিনি ভালোই বুঝলেন, হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক আবহে তাঁর এই নাক-গলানো বিশেষ ধোপে টিকবে না। বরং কৃষ্ণার্জ্জুনকে আল্টিমেট সাপোর্ট করতে হবে তাঁকে। তাই তিনিও অকপট রাজনীতির চালেই সমস্ত খাণ্ডবের সামনে আপাত যুদ্ধের নাটক সাজিয়ে তক্ষকরাজকে এসকেপ-রুট দেখিয়ে দিলেন (একেই কী বলে স্বজন পোষণ!)

লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, মৃত্যুপথযাত্রী মা নিজে দগ্ধ হবার পূর্ব মুহূর্তে কোনো ক্রমে অশ্বসেনকে বিপন্মুক্ত করার অনতি পরই যুদ্ধাঙ্গন মাঝে কৃষ্ণ ইন্দ্রের উদ্দেশে বলে উঠছেন —

"কোন প্রয়োজন হেতু যুদ্ধ কর শতকেতু
অপমান পরিশ্রম সার।
যে হেতু চিত্তে আছে কুরুক্ষেত্রে আগু গেছে
তব সখা কশ্যপ-কুমার।।..."

অর্থাৎ কৃষ্ণ বলে দিলেন, তক্ষকরাজ এবং তাঁর পুত্র দু'জনেই এখন বিপদ সীমার বাইরে সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ঐষার পরিচয় দিলেন ইন্দ্রও। তাঁর হেভি-ওয়েট পণ-বন্দী দু'জন মুক্ত হওয়ার খবর পাওয়া মাত্রই —

"শূন্যবাণী শুনি ইন্দ্র সহ যত সুরবৃন্দ
সমরেতে হইল বিরত।..."

এই অংশে সেই সময় থেকেই স্ত্রী-জাতির প্রতি সূক্ষ্ম অবজ্ঞা ও অসম্মানেরও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তক্ষক-পত্নীর এমন করুণ মৃত্যু নিয়ে না কৃষ্ণার্জ্জুনের কোনো আক্ষেপ আছে, না তক্ষকরাজের কোনো খেদ দেখা গেল, না ইন্দ্র একটা সমবেদনার বাক্য খরচ করলেন!... শেষ পর্যন্ত সেই রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' ছোটো গল্পের বিখ্যাত উক্তিই অন্যভাষায় প্রতিধ্বনিত হল যেন — "বউ গেলে বউ পাবো... ভাই গেলে কী ভাই পাবো!" (এখানে 'ভাই' শব্দটা পুত্র দিয়ে রিপ্লেস হবে, এই যা তফাৎ!) (ক্রমশ)

e-mail : ekomitter@gmail.com

facebook-এ status- দেওয়া বা

twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু

ছাপাখানার বিকল্প কী ?

প্রিন্ট গ্যালারি

১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,

ফোন ঃ ৯৮৩১২৬৩৯৭৬

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.